দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

089

পাঠাভ্যাস ও বইয়ের দোকান

সংবাদপত্রের পাতা খুললেই আমরা অনেক কিছু নাই এবং চাই-এর খবর পাই। এই সমাজে জীবন যাপনের জন্য আমাদের অনেক কিছু নাই এবং অনেক কিছু চাই। রাস্তাঘাট চাই, বাজার চাই, রাস্তা মেরামত চাই, সেতু চাই, বিদ্যুৎ চাই, টেলিফোন চাই, গ্যাস চাই। এমনি অনেক চাওয়ার ভিড়ে সোমবারের দৈনিক বাংলায় ব্যতিক্রমধর্মী এক চাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার মাতুয়াইল থেকে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে ঢাকা-আদমজী পথে চিটাগাং রোড স্টপেজে একটি বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন। এ রকম দাবীর কথা আমাদের দেশে সচরাচর শোনা যায় না। পত্রলেখক জানিয়েছেন, চিটাগাং রোড স্টপেজে বাজার, দোকানপাট, মিল-কারখানা, প্রাইমারী স্কুল সবই আছে, কিন্তু নেই শুধু একটি বই বা পত্রপত্রিকা বিক্রির দোকান। ফলে বই-পত্রিকা কিনতে হলে সময় ও অর্থের অপচয় করে ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণকে ঢাকায় আসতে হয়। তাই ওই এলাকায় একটি বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

দেশে সাক্ষরের হার যাই থাক না কেন, বই-পত্রপত্রিকার একেবারে কোন পাঠক নেই সে কথা বলা যাবে না। এই চাহিদা যে খুব বেশী তাও নয়। বইয়ের পাঠক সংখ্যা নগণ্যই। বই পড়ার অভ্যাস নির্ভর করে শিক্ষিতের হারের ওপর। আবার বই পড়া আন্দোলন গড়ে তোলা না গেলে শিক্ষিতের হার বাড়িয়ে তোলাও সম্ভব নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, বই বা বইপড়ার যেটুকু চাহিদা আছে, তা-ও পুরোপুরি মেটানোর আয়োজন অপ্রতুল।

এক সময় এই রাজধানী নগরীতে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মহতী উদ্যোগ চোখে পড়েছে, চোখে পড়েছে একাধিক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই ধার দিয়ে আসতেন আবার নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ফিরিয়ে আনিতেন। এখন সে উদ্যোগ চোখে পড়ে না। আমরা আশা করব, ঢাকা আদমজী সড়কের চিটাগাং রোড স্টপেজে নিশ্চয়ই কোন বই ব্যবসায়ী দোকান প্রতিষ্ঠা করবেন। তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। তা হল যেখানে বই-পত্রপত্রিকা পাবার সংকট রয়েছে, সেখানে টেক্সট বুক বোর্ড, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বা এমনি ধরনের অন্য কোন সংস্থা কি অস্থায়ী বা স্থায়ী ভিত্তিতে বই সরবরাহের নিয়মিত কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না? সে আয়োজন সম্ভব হলে দেশব্যাপী পাঠাভ্যাস ও শিক্ষাবিস্তার কাজ জোরদার হয়ে উঠতে পারত।